



## 392583 - বজ্জিঞাপনের উপর ক্লিক করার মাধ্যমে অর্থ ইনকাম করার হুকুম

### প্রশ্ন

ওয়বেসাইটটির নাম sovrntur.com। এর কাজের পদ্ধতি নিম্নরূপ: ওয়বেসাইটে

সাবস্ক্রাইব করলে আপনাকে দশটি এড দেখতে দেওয়া হবে। প্রত্যেকে এড থেকে সামান্য পরিমাণ অর্থ আপনি উপার্জন করবেন। এডগুলোর মূল্য দশ লরি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। দ্বিতীয় দিনে আপনাকে আরো দশটি এড দেখতে দেওয়া হবে। এর থেকে আরো দশ লরির মতো লাভ করবেন। মোট উপার্জন হবে বশি লরি। আমরা আমাদের ব্যাংক একাউন্টের বিবরণ সংযুক্ত করব। মোট ব্যালেন্স থেকে আমরা ৯২% উত্তোলন করতে পারব। একই দিনে ঐ অর্থ অ্যাকাউন্টে চলে আসে। আর অন্যান্য দিনগুলোতে অ্যাকাউন্টে কিছু অর্থ জমা রাখা ছাড়া এড ওপনে করা যাবে না। যমেন: আমরা দুইশ লরি জমা রাখলে প্রতিদিন আমরা দশটি করে এড খুলতে পারব, দশ লরির বনিমিয়ে হবে। এডের প্রদত্ত মূল্য অনুসারে এর থেকে কিছু কম-বশেহিতে পারবে। আমরা ছয়শ লরি জমা রাখলে আমাদের জন্য ত্রিশ লরির বনিমিয়ে দশটি এড খোলা সম্ভব। এর থেকে একটু কম-বশেহিতে পারবে। এভাবে চলতে থাকবে। এডগুলো আমাদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন রকম হবে। অবশ্য একাউন্টে অর্থ জমা রাখার দুই মাস পরে সেটা উত্তোলন করা যাবে। আর যদেনি আমরা এডগুলোতে ক্লিক করব সদিনে লাভ করা যাবে। যদেনি এড ওপনে করব না সদিনে আমাদের কোনো লাভ নেই। সুতরাং লাভ হবে ওয়বেসাইটে কাজ করার উপর ভিত্তি করে। নতুবা হবে না। ওয়বেসাইটের ভেতর কাজের ধরন এটা। এর হুকুম কী? উল্লেখ্য, আমি অর্থ জমা রাখছি। আমি প্রতিদিন কিছু অর্থ পাই; যা আমার দৈনন্দিন খরচের চয়ে যৎসামান্য পরিমাণ অর্থ। আশা করি আপনি এই ওয়বেসাইটে হুকুম এবং এতে টাকা জমা করার হুকুম বর্ণনা করবেন। আর যদি হারাম হয়ে থাকে তাহলে করণীয় কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

বজ্জিঞাপনে ক্লিক করার মাধ্যমে লাভ করা জায়যে। তবে দুই শর্তে:

প্রথম শর্ত: বজ্জিঞাপনগুলো বধৈ হওয়া। কারণ বজ্জিঞাপনে ক্লিক করা, এর দর্শক বশেহিওয়া বজ্জিঞাপনটির প্রচার ও সমর্থন হিসেবে গণ্য করা হয়। খারাপ জনিসিরে প্রচারণা করা ও বজ্জিঞাপন প্রদান করা জায়যে নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন:



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“তোমরা সংকাজ ও আল্লাহভীতিতে পরস্পর সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তদাতা।”[সূরা মায়দা: ২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি বিভিন্নতার দিকে আহ্বান করবে, সে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পাপের অধিকারী হবে, অথচ তাদের (অনুসরণকারীদের) পাপের অংশ থেকে কোন কিছু কম করা হবে না।”[হাদীসটি মুসলিমি (৪৮৩১) বর্ণনা করেন]

সুতরাং পর্ণগ্রাফরি ওয়েবসাইট, মদ বিক্রির ওয়েবসাইট, সুদী ব্যাংকরে ওয়েবসাইট, জুয়ার ওয়েবসাইট, খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর করার অন্যান্য যে সকল ওয়েবসাইট হারামের প্রচার-প্রসার করে সেগুলোর এডগুলোতে ক্লিক করা জায়যে নহে।

দ্বিতীয় শর্ত: মজুরি বা প্রাপ্য জানা থাকতে হবে। যমেন: একটি এড দেখা বা তাতে ক্লিক করার বনিমিয় এই পরিমাণ অর্থ। যদি পারিশ্রমিকের পরিমাণ অজানা হয় তাহলে চুক্তি সঠিক হবে না।

দুই:

ওয়েবসাইটে অর্থ জমা রাখা জায়যে নহে। কারণ শরয়ী দৃষ্টিতে জমাকৃত এ অর্থ আপনি ওয়েবসাইটকে ঋণ দিচ্ছেন। ঋণ হলো কারো থেকে অর্থ নিয়ে উপকৃত হওয়া এবং তাকে ফেরত দেওয়ার দায় বহন করা। আর ক্রয়বিক্রয়, ভাড়া অথবা মজুরির মতো বনিমিয় চুক্তিতে ঋণের শর্ত করা জায়যে নহে।

তিরমযী (১২৩৪), আবু দাউদ (৩৫০৪) ও নাসাঈ (৪৬১১) বর্ণনা করছেন: আমর ইবন শুয়াইব থেকে তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি বলেন: “ঋণ ও ক্রয়বিক্রয় একত্রে হালাল নয়।”[হাদীসটি তিরমযী ও আলবানী বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেন]

এ ক্ষেত্রে অন্য সকল বনিমিয় চুক্তি বিক্রয় চুক্তির অধিকৃত হবে।

মার্জনিরে ব্যাপারে ইসলামী ফকিহ একাডেমির সিদ্ধান্তে এসেছে: “দুই: কাস্টমারকে যদি শর্ত দেওয়া হয় যে ব্যবসা একজন দালালের মাধ্যমেই হতে হবে তাহলে এতে ঋণ ও দালালি চুক্তি উভয়টি একত্রিত হয়ে পড়ে। আর এটি ঋণ ও ক্রয়বিক্রয় চুক্তি উভয়টি একত্রিত হওয়ার অর্থবোধক, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ঋণ ও ক্রয়বিক্রয় একত্রে হালাল নয়।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৩/৩৮৪) ও তিরমযী (৩/৫২৬) বর্ণনা করেন। তিরমযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ] এতে করে সে ঋণ থেকে উপকৃত হলো। আর ফকীহরা সবাই একমত যে, কোনও ঋণ যদি লাভ নিয়ে আসে তাহলে সেটি হারাম সুদ।”[সমাপ্ত]



সারকথা হলো, অর্থে পরমাণ যাই হোক না কেন তা এ ওয়েবসাইটে রাখা জায়যে নহে।

আপনার উচতি তাওবা করে আপনার অর্থ উত্তোলন করে ফলো।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।